ইত্তেফাক

তারিখ ... ১।১।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ১ ...

পাঠ্যপুস্তক সংকট ঃ সমাধান অসাধ্য নয়

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক লাভ করিতে গিয়া দেশের কয়েক লক্ষ স্কুল ছাত্র-ছাত্রী প্রকৃতই উপকৃত হইয়াছে নাকি অপকৃত হইয়াছে তাহা বিলম্বে হইলেও এখন ভাবিয়া দেখা দরকার। দেশের শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ লোক দরিদ্র। পেটের অন্ন সংস্থান করিতেই তাহারা হিমশিম। ছেলেমেয়েদের বর্তমান কালের ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করা তাহাদের জন্য খুবই কষ্টকর। এমতপরিস্থিতিতে সরকার তাহাদের সন্তানদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করিলে সন্তানদের পড়াশুনার পথই যে প্রশস্ত হয় কেবল তাই নয়, তাহারাও আর্থিক দিক দিয়া উপকৃত হয়। ইহা তাহাদের জন্য খুবই আনন্দের সন্দেহ নাই। কিন্তু বিনামূল্যে এই পাঠ্যপুস্তক পাইতে গিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যদি ৬ মাস-৯ মাস এই পুস্তকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং পুস্তকের অভাবে তাহাদের শিক্ষাবর্ষের সিংহভাগ নষ্ট হয় তাহা হইলে আর যাই হউক ইহাকে উপকৃত হওয়া বলা চলে না। বর্তমানে আসলে তাহাই ঘটিতেছে। মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয় পাঠ্যপুস্তক মেলেনা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা বা পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেও পারে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় বছরব্যাপী এই অহেতুক ভোগান্তির জন্য কাহাদের দায়ী করা যাইবে? সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সদিচ্ছা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড অতীতে স্কুলের সিলেবাসসহ কয়েকটি বিশেষ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং অবশিষ্টগুলির অনুমোদনদানের মধ্যেই নিজের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল বেসরকারী পুস্তক প্রকাশকদের উপর, যাহারা দীর্ঘদিন যাবৎ এই ব্যবসায় নিয়োজিত। ইহার পাশাপাশি অন্য যে সিদ্ধান্তটি ছিল তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাহা হইল, অন্ততঃ ৪।৫ বছর সিলেবাস ও পুস্তক অপরিবর্তিত রাখা। যাহার দরুন দরিদ্র অভিভাবকদের বছরে দুই-একটি মাত্র নতুন পুস্তক ক্রয় করিলেই চলিত। অবশিষ্ট প্রায় সব পুস্তক ক্রয় করা হইত অর্ধেক মূল্যে খোলা বাজার হইতে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের উপর কাজের চাপ কম থাকায় তাহাদের পক্ষে সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সীমিত দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালন করা সম্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে এখন প্রায় প্রতিবছর সিলেবাস পরিবর্তিত হওয়ায় কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশের যে অসম্ভব দায়িত্বটি তাহাদের উপর বর্তাইয়াছে বেসরকারী প্রকাশকদের সহায়তা নেওয়ার পরও তাহা পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। শুধু তাহাই নয়, সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের প্রধান দায়িত্বটি পালনেও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের আমরা বিরুদ্ধে নই। তবে বিনা পয়সায় বই দিতে গিয়া যদি বই-ই পাওয়া না যায় তাহা হইলে এভাবে সাহায্য করার কোন অর্থ হয় না। মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে বরং যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা খোলা বাজার হইতে ক্রয় করিতে পারিত। আর যাহাদের সামর্থ্য নাই তাহারা হয় সতীর্থদের নিকট হইতে অথবা স্কুল লাইব্রেরী হইতে ধার নিয়া পড়িতে পারিত। সে যাই হউক, পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণের বর্তমান ব্যবস্থায়ও এই সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতেছে অন্ততঃ ৩।৪ বছরের জন্য সিলেবাস ও পুস্তক অপরিবর্তিত রাখা। ইহাতে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে যেমন যথাসময়ে পুরাতন পুস্তক সংগ্রহের মাধ্যমে পড়াশুনা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব ঠিক তেমনি বোর্ডের পক্ষে যে কেবল এই ৩।৪ বছর সময়কালে প্রয়োজনীয় সকল পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ সম্ভব হইবে তাই নয়, তুলনামূলকভাবে কম পুস্তক প্রকাশ করিলেও চলিবে। বিষয়টি বিবেচিত হইবে ইহাই প্রত্যাশিত।